বিজ্ঞান প্রসার রেডিও সিরিয়াল

বিষয়ঃ সুসংহত বিকাশ

এপিসোড-১৫ জীবাশ্ম জ্বালানীর সংরক্ষণের পদ্ধতি

পাত্র-পাত্রীঃ

সোনাঃ কলেজের ছাত্র; মণিঃ সোনার বোন, ইলেভেনে পড়ে; রবীনবাবুঃ সোনা-মণির বাবা, চাকুরে; মালাঃ সোনা-মণির মা, গৃহবধূ; মেঘঃ ভবিষ্যতের বাসিন্দা, কলেজ ছাত্র; বাইক চালক; সাইকেল চালক।

	(দৃশ্য ১ সন্ধ্যারাত গ্রাম্য পথ, দুপাশে গাছপালা, ঝোপঝাড়, ঝিঁ ঝিঁ আর রাতচরা পাখির ডাক, বাতাসের শব্দ)
সোনা	বাঃ, কী সুন্দর দেখতে লাগছে চারপাশটা ! চাঁদের আলোয় চারদিকটা ভেসে যাচ্ছে।
মণি	আমাদের শহরে এমনটি কখনও দেখি না, না রে দাদা?
সোনা	কী করে দেখবি বল? সবসময়েই তো ক্যাটক্যাট করে আলো জ্বলছে, আবার এক একটা পথে একই জায়গায় দু-তিন রকমের আলো। রাতের আকাশটা দেখার কোনো উপায় আছে?
মণি	চারিপাশটা কী নিঝঝুম, দাদা?এতো জোরে ঝিঁ ঝিঁর ডাক আগে কখনও শুনিনি।
সোনা	কী আর শুনবি? আমাদের বাড়িতে রাতদিন শুনবি তো শুধু রাস্তায় বাস আর গাড়ি চলার আওয়াজ আর হর্ন, আর গুষ্টির লোকের হাঁকডাক। বাব্বাঃ, শুরু হয় সেই ভোর চারটে না বাজতে, আর চলে গভীর রাত অবদি...
	(জোরে ঝোপঝাড় নড়ার শব্দ, পিঁ-পিঁ, টক-টক, শোঁ-শোঁ পাঁচমিশেলি শব্দ, প্রথমে জোরে আরম্ভ হয়ে আস্তে আস্তে মৃদু হয়ে যাবে।)
মণি	দাদা, কীসের শব্দ রে ওটা? একটা আলো দেখলাম মনে হল?
সোনা	হ্যাঁ রে, মণি, আমিও দেখলাম মনে হলো, ওই ঝোপটার ওপাশে।
মণি	দাদা, চল ফিরে যাই।
সোনা	ভয় পেলি? ভয় কিসের, আমি আছি তো। চল, চুপি চুপি উঁকি মেরে দেখি। আয়, আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়।
মণি	কে, কে? দাদা, ওটা কে রে, ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে?
সোনা	তাই তো ! এ তো আমাদের মতো একটা ছেলে মনে হচ্ছে, কিন্তু গায়ে কি অদ্ভুত পোষাক !
মণি	(কাঁদো কাঁদো স্বরে) দাদা, আমার ভয় করছে রে ! আর না, চল, ফিরে যাই।
সোনা	দাঁড়া না, ভয় কিসের? আমি আছি না? (জোরে ডাক দিয়ে) অ্যাই, কে ওখানে?

	কে তুমি? উত্তর দাও, না হলে কিন্তু...
মেঘ	দাঁড়াও ভাইটি, ভয় পেও না। আমি তোমাদেরই মতো একটা ছেলে, তোমাদের সময়ে এসে পড়েছি। আমি ভাই তোমাদের কোনো ক্ষতি করবো না।
সোনা	এসো তো, এখানে আলোতে বেরিয়ে এসো। দেখি, তোমার হাতে কোনো ছোরা-ছুরি নেই তো?
মেঘ	না ভাইটি, এটা হোলো গিয়ে আমার গাড়ি চালাবার হাতল, দেখতে ওই লাঠির মত। নাও না, দেখবে হাতে নিয়ে?
সোনা	না, দরকার নেই। আগে বলো, তুমি কে? কোথায় থাকো? আর এখানে এলেই বা কেন?
মেঘ	অত ব্যস্ত হয়ো না। আস্তে আস্তে বলছি। আগে একটু কোথাও বসি। একটু জল খাওয়াতে পারো? বড্ডো ক্লান্ত লাগছে।
মণি	দাদা, চল ওই গাছের গুঁড়িটায় গিয়ে বসি।
	(পায়ে শুকনো পাতা মাড়ানো, ঝিঁঝি, ব্যাঙ আর রাতচরা পাখির ডাক)
সোনা	মণি, ঘর থেকে একটা জগে করে একটু জল আন, আর, তোমার খিদে পেয়েছে? কিছু খাবে? এই দেখ, তোমার নামটাও জানা হয় নি।
মেঘ	আমার নাম মেঘ-এক্স-৭৭৫।
সোনা	এ আবার কেমন নাম?
মেঘ	বলবো, সব জানতে পারবে। তার আগে, কী খাবো জিজ্ঞেস করছিলে না?
সোনা	এ মা, ভীষণ ভুল হয়ে গেছে ভাই। তা, এখানে তো বেশি কিছু মেলে না, কলকাতা হলে এখন তোমাকে রোল-পকোড়া কি চাউ খাওয়াতে পারতাম। এখন এখানে...
মণি	দাদা, তোর ব্যাগে ক্যাডবেরি আছে, নিয়াসবো? আর ঠাম্মার শিশিতে নাড়ু আছে, আনি?
মেঘ	হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে এসো, কী যেন নাম তোমার- হ্যাঁ, মণি; দৌড়ে যাও তো বোনটি।
মণি	এই যাই...
	(শুকনো পাতার ওপর দৌড়োবার শব্দ, কুকুরের ডাক)
সোনা	মেঘ, আমার নাম সোনা, ভালো নাম আকাশ- আকাশ রায়। তুমি কী করো? পড়াশুনো করো? কী পড়ো?
মেঘ	কলেজে পড়ি, সেকেন্ড ইয়ার। তুমি?
সোনা	আমিও কলেজে পড়ি, ফার্স্ট ইয়ার।
মেঘ	আআআঃ, কি মজা! সেই কলেজ, সেই মস্তো বাড়ি, ক্লাস আর স্যর-ম্যাডাম ! ইসসস, কী মজা তোমাদের, সোনা ! (নেপথ্যে কলেজের ছহাত্র-ছাত্রীদের হৈ-চৈ, ইলেক্ট্রিক বেলের শব্দ, সাইকেলের বেলের আওয়াজ... আস্তে আস্তে ফেড আউট) না গো, আমি, মানে আমরা কেউই আর তেমনি একটা মস্ত বাড়িতে অনেক ডিপার্টমেন্ট-ওয়ালা কলেজে পড়ি না। অবাক হচ্ছো, না?
সোনা	মেঘ, তুমি আসলে কোথায় থাকো? ওই যে মণি এসে গেছে-(আবার শুকনো পাতার ওপর দৌড়োবার শব্দ) জল আর কিছু খাবার এনেছিস, বোনটি?

মণি	(একটু হাঁপিয়ে) এই যে দাদা, ইয়ে, কি যেন? ও হ্যাঁ, মেঘদাদা- এই নাও জল, আর এই প্লেটে নাড়ু, কলা আর এই তোমার ক্যাডবেরি। খাও।
মেঘ	আগে জল (জল খাবার শব্দ)... আআঃ, বাঁচলাম। এবার প্লেটটা দাও, খাই। আর খেতে খেতে আমার গল্প করি, আর তোমাদেরও কথা শুনি।
সোনা	মণি এসব নিয়ে এলি, মা ঠাম্মা কিছু বললো না?
মণি	না, বললাম, তুই আর আমি বাগানে বসে খাবো, তাই (হঠাত জোরে চেঁচিয়ে) ওগো বাবাগো
বাবা	এই যে পেয়েছি। তখনই ভেবেছি কী একটা মতলব ফেঁদেছে আমার সোনা-মণি। কী ব্যাপার, হঠাত চাঁদের আলোয় পিকনিক? ওঃ, এ আবার কে, তোদের এর মধ্যে নতুন বন্ধুও জুটে গেছে? এখানেই থাকো? (হঠাত থেমে, ইতস্ততঃ করে) তুমি কে বলো তো? তোমায় দেখে কী মনে হচ্ছে...
সোনা আর মণি একসঙ্গে	বাবা, বাবা ও হচ্ছে... তুই থাম না, আমাকে বলতে দে, সর তো, বাবা আমার কথা শোনো, তুই থাম বলছি, আমি বলবো, বাবা শোনো...
বাবা	ওরে বাবা, দাঁড়া দাঁড়া, কী মুশকিল। বাবা, তুমিই বলো তো?
মেঘ	কাকু, আমি মেঘ,পুরো নাম মেঘ-এক্স-৭৭৫। আমি থাকি এই এখানেই, তবে একটা মস্তো বায়োপ্লাস্টিকের কনডোমিনিয়ামে- কন-এক্স-৭৭৫। এই এখান থেকে হেঁটে দু মিনিট হবে।
মণি	কন্ডো... কী আম? সেটা কী? আর এমনি কোনো বাড়ি তো এখানে চোখে পড়ে নি ! মজা করছো?
বাবা	না, মেঘ, দাঁড়াও, মনে হচ্ছে বুঝেছি। কিন্তু সে তো অসম্ভব !
মেঘ	কেনো কাকু, টেম্পোলোকেটর নিয়ে এলে কোনো ব্যাপারই না !
বাবা	তুমি তা হলে ভবিষ্যতের মানুষ? আর টেম্পোলোকেটর হলো...
মেঘ	টেম্পোরাল রিলোকেটর, মানে কি না...
বাবা	এক সময় থেকে আরেক সময়ে, অতীত থেকে ভবিষ্যতে বা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে যাবার সময়যান?
মেঘ	একদম তা-ই। কাকু, আমি এই খানেই থাকি, কিন্তু সেটা আজ থেকে মোটামুটি দুশো বছর পরে, বাইশশো-তিরিশ সালে।
মণি	দাদা, তার মানে কী রে?
সোনা	মণি, আমিও সবটা ঠিক বুঝছি না, তবে এটুকু বুঝলাম, যে মেঘ আমাদের এখনকার সময়ের লোক নয়, ও ভবিষ্যতের লোক...
মণি	ও-ও, বুঝেছি। দাদা, তার মানে সেই যে আমরা টার্মিনেটর, ব্যাক টু দা ফিউচার ওইসব সিনেমায় দেখেছিলাম, তেমন, না? টাইম মেশিনে করে আমাদের সময়ে এসেছে?

বাবা	ঠিক বলেছিস, মা। কিন্তু মেঘ, তুমি হঠাত এভাবে আমাদের সময়ে এলে, কেন? কী দরকারে? আর এভাবে আসতে তোমাদের কোনো অসুবিধে হয় না?
মেঘ	না কাকু, আজকাল টেম্পির এতো ভালো সব মডেল বেরিয়েছে, যাতে সময়-বেড়ানো অনেক সহজ হয়ে গেছে। শরীরের কষ্টও কম হয়।
সোনা	ওই পোশাকটা...
মেঘ	হ্যাঁ ভাই, সময়ে বেড়ানো তো আসলে একটা সময়-গর্তের মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরের অণুগুলির স্পেশিও-টেম্পোরাল ট্র্যান্সফার, তাতে শরীরের উপর খুব ধকল যায়।শরীর খুব খারাপ লাগে, মানে আগে বেশি লাগতো। এখন আর অতোটা ধকল হয় না। এই পোশাকটা সময়-বেড়ানোর সময়ে শরীরকে বলতে পারো রক্ষা করে।
	(একটানা বিপ-বিপ শব্দ, ইলেকট্রনিক সুইচের শব্দ)
সোনা	ওটা কিসের আওয়াজ, ভাই?
মেঘ	ওঃ, ও হল টাইমারের সিগন্যাল, আমার কত সময় বাকি আছে জানাচ্ছে।
সোনা	তোমার কি সময় বাঁধা রয়েছে?
মেঘ	বটেই তো। আমি যে সময় গর্ত দিয়ে এসেছি, সেটা যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ আমার সময়; তার মধ্যে আমাকে ফিরতেই হবে।
সোনা	না হলে?
মেঘ	না হলে? আমি আর আমার সময়ে ফিরতেই পারবো না, তোমাদের এখানেই রয়ে যেতে হবে।
সোনা	ক দিন সময় নিয়ে এসেছো তুমি?
মেঘ	দু দিন, মানে পুরো দু দিন নয়, ছত্রিশ ঘন্টা।
সোনা	কিন্তু তুমি এলে কেন সেটা বলো?
মেঘ	তাহলে শোনো। আমি সোনা ভাই তোমার মতই কলেজে পড়ি, তবে তোমরা যেমন সবাই একসঙ্গে কলেজের ক্লাসে গিয়ে পড়ো, আমরা তেমন পড়ি না। যার যেটা পড়তে ভালো লাগে, সেটা সে পড়ে- এমনিতে পড়ার সময় হলো তিন থেকে পাঁচ বছর। আমার এটা দুই নম্বর বছর।
সোনা	তুমি কী পড়ো? মানে, তোমার কী পড়তে সবচেয়ে ভালো লাগে?
মেঘ	আমি শক্তি সংরক্ষণ আর শক্তির ব্যবহার নিয়ে পড়ছি, আমাদের সময়ে এই বিষয়টাকে 'ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট' বলে পড়ানো হয়। কাকু,তুমি বুঝতে পারবে।
বাবা	মনে হয় বুঝতে পারছি। মানে তুমি জ্বালানির সংরক্ষণ, জ্বালানির উচিতমতো ব্যবহার- এইসব নিয়ে পড়াশুনো করো, তাই না?
	(একটা বাইকের শব্দ, জোরে ধাক্কা লাগা আর কিছু পড়ে যাবার শব্দ, 'আরে-আরে, দেখে' 'উঃ বাবারে')
মণি	বাবা, দেখ দেখ, বাইকটা লোকটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।
বাবা	চল তো দেখি। মেঘ, একটু বস, আমরা একটু লোকটাকে দেখে আসি।
	(সাইকেলের শব্দ, হাঁটাচলার শব্দ)

বাইক চালক	ভাই, ভালো দেখতে পাই নি। রাস্তায় আলো নেই, আর তুমিও এমন সামনে এসে পড়লে... খুব লেগেছে?
বাবা	দেখি বাবা, উঠে দাঁড়াও তো, ভাইটি তুমিও একটু ধরো তো... এই তো, রাস্তার পাশে এইখানে একটু বসো। দেখি কোথায় লেগেছে?
সাইকেল চালক	আঃ আঃ!
বাবা	ইসস, ছড়ে গেছে দেখি এখানে! আর কোথায় লেগেছে, বাবা?
সাইকেল চালক	না না , কাকু, বেশি লাগে নি। আমারই দোষ, তাড়াহুড়ো করে চালাচ্ছিলাম... এই একটু আধটু লেগেছে। আমি চলে যেতে পারবো।
বাইক চালক	আমি চলি ভাই, কিছু মনে করো না।
সাইকেল চালক	না না, ঠিক আছে। গেলাম কাকু, অনেক ধন্যবাদ।
বাবা	সাবধানে যেও, বাবা।
	(বাইক, সাইকেলের শব্দ।)
মেঘ	এই যে কাকু দেখলে, আমাদের কালে এমনি যে কেউ যেমন খুশি বাইক চালিয়ে যেতে পারবে না। পারমিট লাগবে।
সোনা	কেন, তেলের কি খুব দাম তোমাদের সময়ে?
মেঘ	না ভাই, দাম কম-বেশি দিয়ে কী হবে, তেল থাকলে তো?
সোনা	সে কি? সারা পৃথিবীর তেল কি ফুরিয়ে গেছে?
মেঘ	শুধু তেল কেন ভাই, তেল, কয়লা, গ্যাস সবই ফুরোবার মুখে। ভেবে দেখো... (জ্যাম-জমাট রাস্তার শব্দঃ গাড়ি চলা, ব্রেক কষা, হর্ন, গাড়ির দরজা খোলা-বন্ধ হবার আর অনেক মানুষের কোলাহলের শব্দ) তোমাদের সময়ে এতো গাড়ি চলেছে, এতো রেল ছুটেছে, এতো প্লেন উড়েছে, যে তাতেই পৃথিবীর জমা ৭০ ভাগ তেল প্রায় শেষ হয়ে গেছিল। যতদূর জানি, এই বছরেই তোমরা দিনে ১৬ লক্ষ ব্যারেল তেল পুড়িয়েছো...
সোনা	কী বলছো, দিনে ৯ কোটি ৬৬ লক্ষ ব্যারেল তেল? সত্যি?
মেঘ	নথিপত্র তো তাই বলে।
সোনা	শুধু গাড়ি চালিয়ে... এই যাঃ! ও বাবা, কি হবে? লোডশেডিং হয়ে সব তো অন্ধকার হয়ে গেল?
	(চারিপাশে মানুষের কোলাহল) (দুটি-তিনটি জেনারেটর চলার শব্দ)
মেঘ	ওই শোনো, শুধু গাড়ি? জেনারেটর, পাম্প, সবই তো তেলে চলে। তোমাদের সময়ে যতো রাজ্যের যন্ত্রপাতি বেশির ভাগটাই তো তেলে চলতো, মানে চলে আর কি।
সোনা	বেশ তো, তাহলে কয়লা?এখন তো কয়লায় রেলও চলে না।
মেঘ	মণি, আজ থেকে শত খানেক বছর আগে কয়লাই তো লাগতো বেশি, সে তোমার উনোনে রান্না বলো, কল-কারখানা বলো, আর ট্রেন বলো- সবই তো ওই কয়লায়ই

	চলতো। (একই সঙ্গে কয়লায় চলা ট্রেনের শব্দ, আর জোরে চলা কলকারখানার শব্দ।)
মণি	এখানে মামার বাড়িতে তো এখনও খানিকটা রান্না কয়লায় হয়।
বাবা	কেন মণি, সেই যে তোদের স্কুল থেকে কোলাঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্র দেখাতে নিয়ে গেল?
মণি	হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সেই বাসে করে সব মেয়েরা গেছিলাম, আর লিপি মিস আর তন্দ্রা মিস গেল... কী উঁচু সেই চোঙ্গাগুলো, আর তা থেকে সেই সাদা সাদা ধোঁয়া বেরোচ্ছিলো... (জেনারেটার চলার তীব্র আওয়াজ, আর পাম্পের শব্দ অনেক লোকের কথা মিসের ডাকঃ মেয়েরা সবাই একসঙ্গে থাকো, এদিকে ওদিকে যেও না মেয়েদের গুঞ্জন)
মেঘ	ওই যে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, তাতে কয়লা পোড়ানো হত, মানে, হয় আর কি। আমার বারবার ভুল হচ্ছে। যথেচ্ছ কয়লা তুলে-তুলেই তো শেষ অবদি কয়লা প্রায় শেষ হয়ে গেল।
মণি	আমরা বাবা কলকাতায় গ্যাসেই রান্না করি। মা তো বাবাকে সব সময়ে বলতে থাকে- গ্যাস ফুরিয়েছে, গ্যাস ফুরিয়েছে, গ্যাস বুক করো, গ্যাস বুক করো।
বাবা	ঠিক বলেছিস মামণি। আর গ্যাসে সুবিধেও অনেক। সেই তোরা তো স্কুলের বইতেই পড়িস।
মণি	বাবা, আমরা সেই মডেল করেছিলাম না? সেই যে গ্যাস ব্যবহারের সুবিধে, তার পরে, সেই যে রে দাদা, কী যেন?
সোনা	অপ্রচলিত শক্তি, মানে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এইসব আর কি।
মেঘ	তোমরা কত গ্যাস জ্বালিয়ে নষ্ট করো ! তোমাদের যতো কটা তেলের খনি আছে, তা থেকেই তো গ্যাস বেরোয়। ওই গ্যাস ধরে রাখার মতো ব্যবস্থা তোমাদের নেই, তাই তোমরা অনেক, অনেক গ্যাস স্রেফ জ্বালিয়ে দাও। আমরা ভাবতেই পারি না, তোমাদের সময়ে মানুষে কী ভাবে প্রকৃতির এই সব সম্পদ নষ্ট করেছে!
সোনা	কতো আর ব্যবহার হয়েছে?
মেঘ	কতো ব্যবহার হয়েছে, শুনবে? সব লেখা রয়েছে... (কম্পিউটার বাটনের শব্দ) এই যে, পেয়েছি... ১৮০০ কোটি কিউবিক ফিট গ্যাস শুধু এই বছরেই তোমরা ব্যবহার করেছো।
সোনা	বাবারে, সে কতোটা?
বাবা	তাহলে তোমাদের সময়ে তেল-কয়লা-গ্যাসের অবস্থা কী? এসবই কি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে?
মেঘ	কাকু, তোমাদের সময়ে মোটামুটি হিসেব ছিল, তেল-কয়লা আর কতদিন চলতে পারে...
বাবা	হ্যাঁ, আমাদের বিজ্ঞানীরা বলেছেন, কয়লা যদি এখন যেমন ব্যবহার করছি তেমনই ব্যবহার করতে থাকি, তবে কয়লা আরও একশো-দেড়শো বছর চলতে পারে।
সোনা	কিন্তু ব্যবহার তো কমবে না বা একই থাকবে না, বাড়বে। তখন?

বাবা	তাহলে আর মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছর।
মণি	আর তেল?
বাবা	সেও ওই একই, হয়তো আর পঁচিশ-তিরিশ বছর।
	(চারদিকে কথাবার্তার শব্দঃ হোওওওওও কারেন্ট এসে গেছে মোমটা নেবা বাইরের আলোটা জ্বালিয়ে দে)
মা	কি গো, তোমরা সব কোথায়? সোনাআআআ, মণিইইইইই, কোথায় গেলি সব?
মণি	বাবা, মা ডাকছে। কি করবে?
বাবা	তাই তো। মেঘ, তুমি কী করবে? তোমার আপত্তি না থাকলে যাবে আমাদের সঙ্গে? রাত্রে থাকবেই বা কোথায়?
মেঘ	বাঃ, দারুণ! তোমাদের ঘরে আমাকে এক দিন থাকতে দেবে? আমার খুব ভালো হয়।
বাবা	বেশ তো, দারুণ হবে। কিন্তু তোমার কী সুবিধে হবে, মেঘ?
মেঘ	আরে, সেটাই তো আসল কথা। আমার কলেজে এবারে আমার প্রজেক্ট হলো, তোমাদের সময়ে, মানে একবিংশ শতকে...
মণি	দাদা, একবিংশ শতক মানে কী রে?একবিংশ মানে তো একুশ, আর শতক মানে কী- একশো? মানে একুশশো? একুশশো কী?
সোনা	মানে, দু হাজার এক সাল থেকে দু হাজার একশো, বা বলতে পারিস একুশশো সাল পর্যন্ত সময়- হিসেব করে দেখ, একশো বছর হয় ঠিক।
মেঘ	ঠিক বলেছো। আমার কাজ হলো, এই সময়ে সাধারণ ভাবে তেল-কয়লা আর গ্যাসের অপচয় হতো কী কী ভাবে, সেটা দেখা। তাই চলে এলাম তোমাদের এখানে।
বাবা	আর আমাদের ঘরে কী বলছিলে?
মেঘ	তোমাদের ঘরেও কী কী ভাবে অপচয় হয়, সেটা যতটা পারি দেখবো। দাঁড়াও, সময়-জামাটা খুলে আমার টেম্পিতে রাখি।
সোনা	টেম্পিটা কেউ দেখতে পেলে?
মেঘ	পাবে না, এটাকে আমি তোমাদের বাগানে নিয়ে রাখবো।
মণি	ও-ও, চালিয়ে নিয়ে আসবে?
মেঘ	হ্যাঁ, এটা তো হালকা একটা ছোটো স্কুটারের মতো, ঠেলেই নিয়ে যাবো। আবার এটুকু পথের জন্যও কেন খানিকটা ব্যাটারি নষ্ট করি?
বাবা	এই মনোভাবটাই হল অনেক, সোনা-মণি। দেখ, আমরা তো কখনও কখনও অদরকারেও তেল পোড়াই; যেটুকু পথ হেঁটে দোকানে যেতে পারি, সেটুকুও বাইকে চাপি, তাই না?
মণি	ঠিক বাবা, কিন্তু সেটা তো তুমিই বেশি করো।
মেঘ	হা-হা-হা-হা
বাবা	হাসছো, হাসো। কিন্তু তোমাদের দোকানে যেতে গেলে কি সব সময়ে হেঁটেই যাও?

মেঘ	আমাদের ওসব ঝামেলা রাখিই নি কাকু। দোকানে যাবে কেন লোকে- জিনিস কিনতে তো? কী জিনিস?
বাবা	তুমিই বলো? ধরো, চাল-ডাল? সেটা তো তোমরা নিশ্চয়ই খাও? বা আর অন্য সব খাবার, টিফিন?এই যে, আমাদের বাড়ি এসে গেছে। তুমি ওই বারান্দার ধারে ছোটো ঘরটায় তোমার টেম্পিটা রাখো।
	(ধাতূর যন্ত্র পড়ে যাবার শব্দ। একসঙ্গে বাবা, সোনা, মণি আর মায়ের কথা- এই ধরো ধরো। ওরে বাবা, এক্ষুণি পায়ে পড়তো। দাদা এপাশে আয়। অ্যাই, অ্যাই, কে ওখানে, কীসের শব্দ? অ্যাই শুনছো, কোথায় গেলে, এদিকে এসো তো?)
মা	(জোর গলায়) ও মা এই তো সব এখানে। কোথায় ছিলে সব এতক্ষণ? রাত বাজে আটটা? এ কি কলকাতা পেয়েছো না কি?
বাবা	আস্তে আস্তে। আমরা এই এখানেই ছিলাম- বাগানে বসে একটু কথা বলছিলাম। কতোক্ষণ বা আর গেছি আমরা?
মা	ও মা, এতোক্ষণ দেখি নি তো। কে বাবা তুমি? ইসস, তোমার হাতটা কেটে গেছে দেখি। এসো এসো, ভেতরে এসো, ওষুধ দিয়ে দিই।
	(টেবিলে ধাতুর মগ, কাচের প্লেট, কাচের শিশি রাখার শব্দ)
মেঘ	ঠিক আছে কাকিমা, আর ব্যথা করছে না। একটূ তো কেটেছে মাত্র...
মা	তুমি বাবা নীলুদার নাতি? তোমায় যেন ওদের বাড়িতে দেখেছি মনে হচ্ছে?
মেঘ	আমি...
বাবা	আমি বলছি। তুমি চিনবে না। ওরা এই পাড়ায় নতুন এসেছে। ওঁর নাম মেঘ, আর তোমার ছেলের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছে। ওকে আজ আমি আমাদের এখানে খেতে বলেছি, আর রাতে ওঁরা তিনজনে একসঙ্গে থাকবে আর গল্প করবে।
মা	বাঃ, খুব খুশি হলাম বাবা। যাও, হাত মুখ ধুয়ে এস। তুমি চা খাও তো?
মেঘ	আমার ভীষণ ভাল লাগে চা।
	(চায়ের কাপ-প্লেটের শব্দ)
মেঘ	জানো কাকিমা, কতোদিন আমরা এরকম ঘরে রান্না করে খাই না।
মা	কেন রে? বাবা-মা দুজনেই চাকরি করেন? হোম ডেলিভারি নাও? আহা রে, ঠিক আছে বাবা, আজ তোমাকে মন খুশি করে খাওয়াবো-
সোনা	হ্যাঁ মা, কী? কী রান্না করেছো আজ?
মণি	দূর পেটুক। মা ছাড়ো তো- জানি তো তুমি আজ মোচার ঘন্ট আর চিংড়ির মালাইকারি করেছো।
মেঘ	না কাকিমা, আমাদের ওখানে বাড়িতে রান্না হয়ই না- অনেক গ্যাস-বিজলি পোড়ানোর ব্যাপার তো? আমাদের সোসাইটিতে কমন রান্নাঘর আছে। সেখানেই আমাদের সবার জন্য ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, টিফিন সব রান্না হয়; ওখানেই আমরা সব

	খাবার খেয়ে নিই।
মা	কোথায় বলো তো এসব? আমার কেমন বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে...
বাবা	শোনো মালা, তোমায় সত্যি কথাটা বলে দিই। তবে ভয় পেয়ো না, অবাক হয়ো না।
মা	সে আবার কী? ভয় পাবার কী আছে, আর অবাকই বা হবো কেন?
বাবা	ও হচ্ছে মেঘ। মেঘ এখানকারই ছেলে ঠিক, কিন্তু এখনকার নয়, মানে বুঝতে পারছো... মানে আজ থেকে প্রায় দুশো বছর পরের ছেলে... মানে...
মা	অত মানে-মানে করছো কেন, আমি কি হাঁদা না কি? ফিজিক্সে গ্র্যাজুয়েট এটুকু বুঝবো না? আর ভয় পাব কেন। ও কি ভূত?
মেঘ	হা-হা-হা-হা-হা, আমি ভূত !
মা	মেঘ, কী ভালো লাগছে তোমায় পেয়ে। কতো কী জানার আছে তোমার থেকে। ওই যে বলছিলে, রোজ রান্না হয় না...
মেঘ	রোজ নয় কাকিমা, কখনওই কারও বাড়িতে আর আলাদা করে রান্না হয় না। আলাদা-আলাদা রান্না করতে গ্যাসের খরচ তো অনেক বেশি হয়, তাই আমাদের হাউজিং-এ ওই কমন রান্নাঘর। ওখানেই সব ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ রান্না হয়। আমরা গিয়ে-গিয়ে খেয়ে আসি।
মা	আহা রে। তাহলে তো তোমরা অনেকেই পছন্দমত খেতে পাও না।
মেঘ	আমাদের মানিয়ে নিতে হয়েছে কাকিমা। তোমাদের সময়ে যে অজস্র কাফে-রেস্তরাঁ-হোটেলে যেমনটি চাই তেমন রান্না হয়েছে, আর তাতে যে গ্যাস খরচ হয়েছে, তাতে আমাদের সময়ে আর ওই নিজের পছন্দমত খাবার-দাবার রেঁধে খাওয়ার উপায় নেই।
মা	আমাকে তো এবার একটু যেতে হয়, রান্না এখনও একটু বাকি...
মেঘ	ও কাকিমা, আমি যাবো একটু তোমার সঙ্গে? তুমি কীভাবে রাঁধো দেখবো...
মা	এসো না। মোচা করছি দেখবে এসো।
	(কয়েকটা ভারী বাসন পড়ে যাবার শব্দ মা-ওই যাঃ বাবা, মণি একসঙ্গে- কী হলো, কী পড়ে গেলো, তোমার লেগেছে? আসবো?)
মা	না না, কিছু হয় নি, এই আলুগুলো পড়ে ছড়িয়ে গেছে। আসতে হবে না, আমি তুলে নিচ্ছি।
মেঘ	কাকিমা, তুমি আগে কেন গ্যাস ধরালে? তোমার সব জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেলে তবেই গ্যাস জ্বালাও, তাহলে গ্যাস পুড়বে কম।
মা	হ্যাঁ রে, তা-ই করি।
	(কড়াইতে রান্না করার শব্দ)
মেঘ	তুমি ওই কড়াইটা ঢাকা দিলে কেন?
মা	বেশ কথা বলেছিস। কড়াইটা ঢাকা দিয়ে গ্যাস সিমে করে দিলে অল্প গ্যাসেই তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায়।

মেঘ	তোমরা প্রেশার কুকারে রান্না করো না?
মা	সেও করি; মাংস, ডাল- এসব প্রেশারে তাড়াতাড়ি ভাল সিদ্ধ হয়।
মেঘ	তবে কাকিমা, তোমার বার্নার কিন্তু একটু জ্যাম আছে।বার্নার জ্যাম থাকলে গ্যাস পোড়ে বেশি।
মা	তোমাদের কমিউনিটি রান্নাঘরেও গ্যাসই জ্বালাও, তাই না মেঘ?
মেঘ	হ্যাঁ, কাকিমা। তবে আমরা কিছুটা বাড়তি সেট-আপ করে নিয়েছি- বার্নারের চারিপাশে রিফ্লেকটর থাকে। ফ্ল্যাট বার্নারের ফুটোগুলো আরও সরু হয়। থার্মোস্ট্যাট রান্নার সময়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে বেশি গ্যাস না পোড়ে।
মা	বাঃ, এটা তো আমরাও করতে পারি।
মেঘ	হ্যাঁ পারো। তাছাড়া আমাদের রান্নার প্রায় সব বাসন জিঙ্ক দিয়ে তৈরি, আর তলাটা তামায় মোড়া- এতে খাবার সহজে রান্না হয়।
মণি	মা, কেমন একটা গন্ধ... (জোরে) মা, তোমার ঘন্ট পুড়ে গেছে, যাআআআআ
মা	অ্যাই, অ্যাই, যাঃ- একদম খেয়াল হয় নি... উঃ, ওরে বাবারে, যাঃ...
	(থালা-বাসন পড়ার শব্দ, মণির চিৎকার- মা-মা, সাবধানে)
বাবা	ইসস, পুড়ে গেছে দেখি মনে হয়। কে বলেছিল তোমাকে খালি হাতে ধাকাটা সরাতে- সাঁড়াশি ছিল না?
মা	না-না, পোড়ে নি। আমার লাগে নি কিছু। আর সাঁড়াশি দিয়েই তো ধরেছিলাম- পিছলে গেল।দেখি, এটা একটু নেড়ে নামিয়ে ফেলি; হয়ে গেছে।
মণি	আআআঃ, দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে, মা।
সোনা	মা যা করে, ভালই রান্না করে। আচ্ছা মেঘ, শুধু গ্যাসেই কি তোমরা রান্না করো?
মেঘ	আমাদের সময়ে কাঠে রান্না করা নিষেধ- আর কাঠ আছেই বা কোথায়? আমরা কিছুটা মাইক্রো আভেনে রান্না করি- তোমাদের মতোই, তবে আমাদের আভেনগুলি বড়ো। তা ছাড়া, সোলার কুকারে যতোটা পারা যায় রান্না করি, জল গরম করি- যখন যে রকম হয়। সেটা তো কাকু তোমরাও পারো, আর এখনই পারো।
বাবা	হ্যাঁ, সৌরশক্তি আমরা অনেকটাই কাজে লাগাই। এই ২০১৭তেই আমাদের দেশে ১২২৮৯ মেগাওয়াট সোলার কারেন্ট তৈরি হচ্ছে। তার মধ্যে রাজস্থান, গুজরাত, অন্ধ্র আর তামিলনাড়ুই সবচেয়ে বেশি।
মেঘ	২০২০তে তোমাদের টার্গেট ১০০ জিগাওয়াট তোমরা পূরণ করতে পারো নি ঠিক, কিন্তু পরে তোমরা সোলার পাওয়ারে অনেক এগিয়েছো। আমাদের সময়ে যতোটুকু মনে আছে ২০০ জিগা সোলার তৈরি হয়।
বাবা	সূর্যের আলো তো সব জায়গায় বছরের সব সময়ে সমান ভাবে পড়ে না। বাংলার দ্বীপগুলিতে, পশ্চিম ভারতে, আরব দেশগুলোতে, উত্তর ইউরোপে জার্মানি-পোল্যান্ড-ডেনমার্ক-সুইডেন এইসব দেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ স্টেটগুলোতে অনেক এমনি সৌরবিদ্যুত তৈরি হয়।
মেঘ	আমাদের বাড়িগুলিতে সবার সৌর প্যানেল লাগানো আছে- ওই বিদ্যুৎ দিয়ে আলো জ্বলে, পাখা চলে, রান্না হয়, ফ্রিজও চলে। কাকু তোমাদের এই ঘরে এমনি দুটো পাখা কেন?

বাবা	গরম হয় যে বড্ডো। এটা মাঝের ঘর কিনা, হাওয়া চলে কম।
মেঘ	এমনি বাড়ি তৈরি আমাদের সময়ে অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে। কন্ডোমিনিয়াম ছাড়া তুমি থাকতে পারো না, আর কন্ডোমিনিয়ামে তোমার বাড়ি সরকার তার দরকার মতো বানিয়ে দেবে- এমনি একটা নিয়ম চালূ হয়েছে।
বাবা	মানে, আমি নিজের ইচ্ছেমতো, নিজের প্ল্যানমতো বাড়ি বানাতে পারবো না?
মেঘ	তা-ই তো। আর এনার্জি ক্রাইসিসের দরুণ তোমাকে তা মেনেও নিতে হবে। না হলে, সরকার থেকে তুমি কোনো সাহায্য পাবে না। এমন কি মেডিক্যাল সার্ভিসও না।
বাবা	ভালো রে, তাতে আমার লাভ?
মেঘ	তোমার একলার লাভ নয় কাকু, সারা কন্ডোমিনিয়ামের লাভ। আমাদের সময়ে আর কোনো একলা মানুষের নিজস্ব সুবিধে বড়ো হয়ে ওঠে না- সমাজের সবার দরকার মেনে তবেই তোমার চাহিদাটা দেখা হবে।
বাবা	সে তো একদিকে ভালো কথা, কিন্তু তার সঙ্গে বাড়ি তৈরির সম্পর্ক কোথায়?
মেঘ	বাড়িটার প্ল্যান হবে ইকো-ফ্রেন্ডলি। ঘরের দেওয়াল ফাঁপা ইটে গাঁথা। প্রত্যেকটা ঘরে উল্টোপাশে জানালা বা দরোজা থাকবে, যা দিয়ে সবসময়ে হাওয়া চলে। জানালা আর দরোজাগুলি ওপরে স্কাইলাইট থাকে, যা দিয়ে আলো আসে। দরোজা আর জানালার পাল্লা হার্ড-গ্লাস বা প্লেক্সি দিয়ে তৈরি, যাতে ঘর কখনওই অন্ধকার না হয়।তাই আমাদের ঘরগুলোতে কখনওই বেশি আলো বা পাখা চালাতে হয় না।
বাবা	বাঃ ! এমনি তো আমাদেরও করা সম্ভব।
মেঘ	কাকু, সরকার চাপ না দিলে এসব হওয়া মুশকিল।তারপর ধরো, দুটো টাওয়ারের মাঝে তিরিশ মিটার ফাঁকা জায়গা, গাছ লাগানো, জলভর্তি পুকুর তৈরী করা- এসব করতেই হয়।
মা	সোনা-মণি, তোরা খাবি না আজ? মেঘ খিদে পায় নি? এসো খেতে দিয়েছি।
	(থালা-বাটি চামচের শব্দ)
মেঘ	কাকিমা, আমার আসা সার্থক হয়েছে- কী দারুণ রান্না হয়েছে!
মা	আরেকটু দিই, খাও। তোমায় খাওয়াতে পেরে আমারও কী ভালো লাগছে।
বাবা	মেঘ, খেয়ে উঠে চলো একটু বেড়িয়ে আসি। রাতে আজ পুর্ণিমার চাঁদ আছে। দারুণ লাগবে।
মেঘ	বেশতো, চলো।
	(দৃশ্য ২ রাত ঝিঁ ঝিঁর ডাক, কুকুরের ডাক, রাতচরা পাখির ডাক)
মেঘ	ভালো লাগছে, কী সুন্দর চারপাশটা। মনে হচ্ছে ঘরে ফিরে গেছি।
বাবা	তোমাদের ওখানে বুঝি অনেক গাছপালা? পশু-পাখি থাকে?
মেঘ	বলেছি না, আমাদের আবাসে সব মিলিয়ে ষাট ভাগ গাছপালা আর দশ ভাগ জল থাকতেই হয়।
বাবা	কেন?

মেঘ	ভেবে দেখ- যতো তোমরা গাছপালা কেটে ফেলবে, যতো তোমরা জলাশয় বুজিয়ে দেবে, পরিবেশটা ততো গরম হয়ে উঠবে- যার ফল আমরা এখনও ভুগছি; এখনও আমাদের সময়ে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা তোমাদের সময়ের তুলনায় কমেনি। তবে হ্যাঁ, বাড়েও নি। সেটা আমরা আটকাতে পেরেছি।
বাবা	বাঃ, তাঁর মানে- তোমাদের ঘর বেশি ঠাণ্ডা, পাখা চালাতে হয় কম...
মেঘ	আর তাই কারেন্টও পোড়ে কম।
বাবা	আচ্ছা মেঘ, তুমি বলছিলে দোকান-বাজারের কথা...
মেঘ	কাকু, তোমরা তো দূরে বাজারে যাও, তাই তোমাদের গাড়ি করতেই হয়। আমাদের তো ঘরে রান্না-বান্নার পাট বিশেষ নেই, তাই ওই পার্টটা বাদ বলতে পারো।
বাবা	কিন্তু খাবার-দাবার ছাড়া অন্য অন্য নানা জিনিষও তো কিনতে লাগে...
মেঘ	হ্যাঁ তো, তার জন্য কন্ডো-র বাইরে যেতেই হয় না। সবকটা টাওয়ারের নিচে একটা হাব আছে...
বাবা	মানে- দোকান?
মেঘ	ওই রকমই। সেখানে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে তোমার যা দরকার কিনতে পারো। আর যদি তোমার পছন্দসই জিনিসটা না পাও, নেটে তোমার যা পছন্দ দেখে নিয়ে অর্ডার দিয়ে দাও, এক দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে।
বাবা	আর...
মেঘ	আরও যা তোমার দরকার- কন্ডোতে ভালো হাসপাতাল আছে, নানা সরকারী অফিসের টার্মিনাল আছে- তোমার ছোটোখাটো কাজ সেখানেই সেরে নিতে পারো- চব্বিশ ঘন্টাই। কাজেই গাড়ি চড়া তেল-সি এন জি পোড়ানোর ব্যাপারই নেই।
বাবা	কিন্তু কাজে তো যেতে হবেই, তখন তো গাড়ি চড়তেই হবে।
মেঘ	সে আরো মজার ব্যাপার- জানো কাকু, আমার বাবা ড্রেস ডিজাইনার, মা সফটওয়্যার ডেভেলপার। বাবা-মাকে কাজে বেরোতেই হয় না। অফিস থেকে কাজের ডেসক্রিপশন পাঠিয়ে দেয়, বাবা মা ঘরেই বসে কাজটা শেষ করে দেয়।
বাবা	আর যেখানে অফিসের কাজে যেতেই হয়?
মেঘ	অফিসের বাস থাকে, নিজের নিজের জায়গা থেকে তুলে নেয়। রাস্তায় প্রাইভেট গাড়ি খুব কম, তাই জ্যামও কম।
বাবা	বুঝেছি, গাড়ি কম মানে তেল খরচও কম...
মেঘ	প্রায় সবই এখন সি এন জি। ছোটো গাড়ি, টু হুইলার প্রায় সবই সোলার বিদ্যুতে চলে। বড়ো গাড়িও কিছু সোলারে চলে।
বাবা	আর জ্যাম কম, মানে তেল-সি এন জি খরচও কম।
মেঘ	হ্যাঁ, তোমাকে প্রতিটা জ্যামেই এঞ্জিন বন্ধ করতে হত- তেল বাঁচাবার জন্যে। জ্যামে দাঁড়িয়ে থেকেও যদি কেউ এঞ্জিন চালু রাখে, তাহলে তো বেশি তেল পুড়বেই। আর এমনিতে...
বাবা	তাহলে অল্প দূরেও তো কখনও কখনও যেতে হয়; তখন তোমরা যাও কী ভাবে?
মেঘ	যেমন ধরো, স্কুলে-কলেজে? স্কুলের কলেজের কিছু কাজ তো বাড়িতে হয়, সব অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রজেক্টগুলো তো বাড়িতেই করে নিতে হয়, ওটাই তো বেশির ভাগ

	কাজটা; সেটার পরে যা কিছু ইভ্যালুয়েশন সেটা স্কুলে হয়- বেশির ভাগ আমরা সাইকেলে যাই। কেউ বা স্কুল বাসে যায়।
সোনা	সাইকেলটা কিন্তু একটা ভালো ট্রান্সপোর্ট।
মেঘ	অল্প দূরত্বে সবাই আমরা সাইকেল চালিয়ে যাই। তেল- সি এন জি দারুণভাবে রেশন করা। আমাদের সবার নামে কার্ড আছে, তাতে আমাদের কে কী কাজ করে, কোথায় কতোদূরে যায়- সেই সব অথেনটিকেট করা আছে। সেটা ভেন্ডিং মেশিনে দিলে তবে তেল বা গ্যাস মেলে।
	(জোর বাতাসের শব্দ, গাছপালা বাতাসের ঝাপটায় নড়াচড়ার শব্দ।)
সোনা	আরে, হাওয়া দিচ্ছে, ঝড় উঠবে না কি?
মণি	দাদা, টিভিতে কিন্তু কাল... কী বলে... বর্জ-বিদ্যুত সহ ঝড়ের কথা বলেছে
বাবা	বর্জ নয় মা, বজ্র-বিদ্যুত সহ ঝড়। হ্যাঁ, আমিও শুনেছি- একটা নাকি নিম্নচাপ হয়েছে কোথায় পারাদীপের কাছে।
মেঘ	বাবা, এ কি এখনই ঝড় শুরু হল না কি?
	(ঝড়ের শব্দ আরও জোর, পাখির ডাক, টিনের মড়মড় শব্দ, জানালা জোরে বন্ধ হবার শব্দ)
মা	(দূর থেকে) কি গো, তোমরা কতদূর গেলে? ঝড় উঠেছে যে?
	(টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার শব্দ)
বাবা	ওরে বাবা, জোর বৃষ্টি আরম্ভ হল যে? কি করবি সোনা-মণি?
সোনা-মণি	বাবা দৌড়োও।
	(একটানা ঝড়-বৃষ্টির শব্দ)
বাবা	এই যে এসে গেছি। মালা, দরোজা খোলো, সব ভিজে কাক হয়ে গেছি একেবারে।
মণি	মা-মা, তাড়াতাড়ি খোলো, মাগো।
সোনা	মা, গামছা, মা গামছা- ইসসসস, পুরো ভিজে গেছি একেবারে।
বাবা	মালা, একটু চা হলে হতো না? ঠাণ্ডা লেগে না যায়।
মা	রাত কটা বাজে খেয়াল আছে? রাতের খাওয়া তো শেষ, আবার চা?
সোনা-মণি	না মা না, আমরাও একটু খাবো, মা-মা, লক্ষ্মীটি। ও মা মা? দাও না গো?
মা	আচ্ছা আচ্ছা, দিচ্ছি বানিয়ে। আমিও নয় একটু খাই। কলকাতায় থাকলে তো এখনও রাতের খাওয়াই হোতো না। চায়ের বাসন কিন্তু তুমি ধোবে।
সোনা	মা, আমি ধুয়ে দেবো। আমার বেশ লাগে।
মণি	মা, আমি একটু আমাদের ঘরে গেলাম, কালকের পড়া গুছিয়ে রাখতে হবে।
সোনা	আমিও যাবো, কাজটা সেরে নিই।
মা	মেঘ, কেমন লাগলো?
মেঘ	খুব দারুণ, কাকিমা। বৃষ্টি পড়লে এতো ভালো লাগে... দারুণ হাওয়া দিচ্ছে। আমাদের হাওয়া কলটা অনেকটা কারেন্ট জেনারেট করে-

	আরও এমনি হাওয়া দিলে তো কথাই নেই।
বাবা	আমাদের এখানেও তো উইন্ড পাওয়ার নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে- ওড়িশা, গুজরাত, রাজস্থানে অনেক উইন্ড টাওয়ার বসেছে, অনেক কারেন্ট তৈরি হচ্ছে।
মেঘ	হ্যাঁ কাকু, দিনে দিনে তোমরা আরও অনেক এমনি টাওয়ার বসাবে, আর তা দিয়ে বিরাট বিরাট কারখানাও চলবে।
মা	এখনকার এই সব হাওয়া কলগুলোতে যে কারেন্ট তৈরি হয়, তাতে অনেকদূরে নিয়ে যাবার সময়ে অনেকটা ট্রান্সমিশন লসও হয়।
মেঘ	সেটা তোমরা কাটিয়ে উঠবে। আমাদের সময়ে টানা উপকূল বরাবর আর রাজস্থানের মরুভূমি আর গুজরাতের কচ্ছ এলাকায় সব হাওয়াকলের গ্রিড তৈরি হয়েছে। সেটা সব সময়ে ন্যাশন্যাল গ্রিডে ফিড করে।
মা	কিন্তু কারেন্ট তো...
মেঘ	তোমরা অল্প দিনেই আরও ভালো জেনারেটর তৈরি করবে, তাতে আর্মেচারে আরও ভালো অ্যালয় তার লাগিয়ে, আর গিয়ার সিস্টেমকে আরও ভালো করে, কারেন্ট তৈরি বাড়াবে।
মা	আরো কী কী ভাবে তোমরা এই বায়ু থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করো?
মেঘ	যেমন ধরো, খোলা মাঠ না হলেও উঁচু ঢিবি বা পাহাড়ের উপরে তুমি টাওয়ার বসাতে পারো। বাড়িগুলোর মাথায় ছোটো সাইজের টাওয়ার রাখি আমরা, ওই সোলার আর উইন্ড পাওয়ারের কারেন্টে আমাদের অনেকটা চলে যায়।
বাবা	এই ২০১৭তেই আমাদের দেশে ৩২২৮০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। তার মধ্যে আবারও তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান আর গুজরাত সবার আগে।
মেঘ	২০২০ তেই তোমরা ৯০ জিগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছো, আর এখন তো আড়াইশো জিগাওয়াটের বেশি আমরা পাই শুধু বায়ু থেকেই।
বাবা	তাহলে, আমাদের মতো দেশে যেটা আমরা এখনই অনেকটা পরিমাণে তৈরি করি, সেটার কথা বলতে ভুলো না- হাইডেল পাওয়ার।
মেঘ	মানে- হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি, বাংলায় জলবিদ্যুৎ।
বাবা	যে কোনো নদী থেকেই জলবিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব, আর তার দামও বেশি পড়ে না। নদীতে বাঁধ দিয়ে একটা জলাধার তৈরি করে, তা থেকে জলের স্রোত ছেড়ে টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। না কয়লা-তেল-গ্যাস পোড়ে, না বেরোয় ধোঁয়া, আর না হয় পরিবেশ দূষণ। আমাদের দেশেই এখনই ৮৪ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ তৈরি হয়।
মেঘ	ঠিক, কাকু, সারা পৃথিবীতে প্রায় ৮০০ জিগাওয়াট জলবিদ্যুৎ তৈরি হয়, অপ্রচলিত শক্তির প্রায় ৬০ ভাগ। তবে যতোটা বলছো, জলবিদ্যুৎ ঠিক ততোটা ক্লিন নয় কিন্তু।
বাবা	কেন?
মেঘ	ভেবে দেখ, ওই একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বানাতে কতোটা জমি তার গাছপালা-পশুপাখি সহ জলের নিচে চলে যায়, কতোটা চাষের জমি নষ্ট হয়। তার পরে, নদীতে যেখানে বাঁধ দিলে, তার নিচপানে নদীটাও তার মাছ-সাপ-ব্যাং সহ মরে

	যায়। তাছাড়া ওই জলাধার থেকে মিথেন গ্যাস বেরোয়, যা বাতাসে গ্রিন হাউস এফেক্ট করে।
বাবা	তবু, তাপবিদ্যুতের থেকে তো ভালো বটেই।
মেঘ	হ্যাঁ, মন্দের ভালো।
সোনা	আমি এসে গেছি। যা যা শুনিনি আবার আমায় বলতে হবে।
মা	লাইট ফ্যান নিভিয়ে এসেছিস, সোনা?
সোনা	ওই যাঃ, ভুলে গেছি। এক্ষুণি নিভিয়ে আসছি।
মেঘ	এই সমস্যাটা কাকু ভেবো না আমাদের সময়েও নেই- আমরাও প্রায়ই ঘর থেকে বেরোবার সময়ে লাইট ফ্যান নেভাতে ভুলে যাই।
মণি	মেঘদাদা, তুমি গল্পের বই পড়ো?
মেঘ	কোনটা বলো?
মণি	তুমি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ পড়েছো- জুল ভের্নের?
মেঘ	হ্যাঁ তো, তাতে কি গো মণি?
মণি	তোমার মনে নেই, সেই যে পাসপার্তু বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে গ্যাসের আলো নেভাতে ভুলে গিয়েছিলো- আশি দিন ধরে সেই আলো জ্বলেই চলেছিল?
মেঘ	ওঃ, হা-হা-হা-হা, ঠিক বলেছ!
বাবা	এটা কিন্তু মস্তো বড়ো সমস্যা- সব কালে। তোমরা কী করো, মেঘ?
মেঘ	আমরা এই ঝামেলা রাখিই নি। আমাদের সব ঘরেই আলো-পাখা স্মার্ট; তুমি ঘরে থাকলে জ্বলবে, বেরিয়ে গেলেই নিভে যাবে- এমনি সুইচ করা আছে।
বাবা	আমাদের ওভারহেড ট্যাংকেও ওই সুইচ রয়েছে- ট্যাংক ভরে গেলে পাম্প নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।
মেঘ	হ্যাঁ কাকু, সব গাড়িতেও একই ব্যবস্থা। তোমাদের কোনো কোনো রাস্তায় যেমন রয়েছে, তেমনি আমাদের সময়ে সব রাস্তায়ই ল্যাম্পপোস্টে স্মার্ট সুইচ রয়েছে। সন্ধ্যা হলে আলো জ্বলে, সকালে নিভে যায়।
বাবা	জানো মেঘ, আমাদের সময়ে বিকল্প তেল হিসেবে এক রকমের গাছ- বলে বায়ো ডিজেল গাছ, লাগানো শুরু হয়েছিল...
সোনা	হ্যাঁ বাবা, মনে আছে। আমাদের স্কুলে একটা ছিলো- নামও বলছি, দাঁড়াও- জাট্রোফা, জাট্রোফা কার্কাস।
বাবা	সারা ভারতে নানা জায়গায় লাগানোও হয়েছিল- তামিলনাড়ু, ছত্তিসগড়, মধ্যপ্রদেশ- তারপর কী যে হলো, সেই উদ্যোগটাই হারিয়ে গেলো।
মেঘ	ভেবো না কাকু। তোমাদের পরে আবার শুরু হবে, যে সব জায়গায় বিরাট বিরাট মাঠে শুকনো ডাঙ্গা, জল বিশেষ পাওয়া যায় না, বৃষ্টিও তেমন হয় না তাই ফসলও তেমন ফলে না, সেই সব জায়গায় আবার জাট্রোফা লাগানো হবে, আর বায়ো ডিজেলও অনেক তৈরি হবে।
মণি	বাবা, টিভিটা একটু চালাই?
বাবা	চালা, আস্তে করে। ঠাম্মা মনে হয় ঘুমিয়েছে।
	(টিভি প্রোগ্রামের শব্দঃ

	... এই প্রসঙ্গে সবার আগে আসে চের্নোবিল বিপর্যয়ের নাম। আসুন আগে ওই দিনগুলির কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্মৃতি থেকে তুলে আনিঃ ব্যাকগ্রাউন্ডে হেলিকপ্টারের শব্দ, ভারী ট্রাক আর ক্রেনের শব্দ, সাইরেনের শব্দ, আর ভারী বুটের শব্দ আমরা সি এন এন-এর সম্প্রচার সরাসরি আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি। আপনারা দেখছেন চের্নোবিল নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট- এখন যেমন অবস্থায়। গত ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৬ তারিখে চের্নোবিলের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টটিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরে আমরা এই প্রথম বিধ্বস্ত এলাকার পরিস্থিতি সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছি। ওই দিন রাত্রে একটি রুটিন সেফটি চেক আপ চলার সময়ে প্রথমে জলের ট্যাঙ্কে একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। পরে তার পাশে ৪নং রিঅ্যাক্টরটিতে গ্র্যাফাইট রডে আগুন ধরে যায়। প্রবল শোঁ-শোঁ শব্দ, জলের স্রোত আছড়ে পড়ার শব্দ, ছোটো-ছোটো বিস্ফোরণের শব্দ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কীভাবে বিধ্বস্ত রিঅ্যাক্টরটি এখনও ভয়াবহ শিখায় জ্বলছে, এবং কীভাবে কালো ধোঁয়া বহু উপরে উঠে যাচ্ছে। এখন তিনদিন ধরে একই রকম শিখায় ওই আগুন জ্বলে চলেছে। এখন ইউক্রেন সরকার চেষ্টা চালাচ্ছেন, কীভাবে ফোম অথবা বালি দিয়ে ওই আগুন নেভানো যেতে পারে; না হলে সম্ভবতঃ আকাশ থেকে কংক্রিট ঢেলে ওই জায়গাটা সম্পূর্ণ ঢেকে দেবার চেষ্টা করা হতে পারে। সরকার আশপাশের ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে এলাকার মানুষদের অন্য নিরাপদ জায়গায় পুনর্বাসনের চেষ্টা চালাচ্ছেন; হয়তো এই এলাকা বাড়ানো হতেও পারে। ট্রাকের শব্দ, বহু মানুষের কোলাহল, দেওয়াল ভেঙে পড়ার শব্দ আপনারা দেখছেন, মানুষ-জনকে এলাকা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপাততঃ তাদের কাছাকাছি কোথাও নিরাপদ জায়গায় রাখা হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, যে ভাঙ্গা রিঅ্যাক্টরটি থেকে যে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় ছাই বাতাসে মিশে চলেছে, তা নিকটবর্তী চের্নোবিল আর প্রিপিয়াত শহরকে প্রায় পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে, আর তেজস্ক্রিয়তা ইতিমধ্যেই নিপার নদীতে মিশেছে, এমনকি পাশের বেলারুস রাজ্যেও পৌঁছেছে...)
বাবা	ও বাবা, আজ বুঝি চের্নোবিল দুর্ঘটনার দিন? বা;, ভালো সময়ে টিভি চালিয়েছিস তো? মেঘ, তুমি এই ঘটনাটা জানো তো?
মেঘ	জানি না মানে? ওই দুর্ঘটনায় শেষ পর্যন্ত বেলারুসের প্রায় ৪৫০০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল, ইউক্রেনের ৪২০০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল, আর রাশিয়ার প্রায় ৫৮০০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল।
মণি	কি ভয়ানক ! বাবা, তাতে মানুষ মারা যায় নি?
বাবা	কি যে বলো, মানুষ মরবে না? তবে সঙ্গে সঙ্গে বেশি মানুষ মরে নি- ওদের সরকারী মতে ২৮ জন কর্মী বিপর্যয় মোকাবিলা করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল। তবে এসব ক্ষেত্রে মানুষ তো আসলে মরে তেজস্ক্রিয়তার আক্রমণে- পুড়ে নয়তো ক্যানসার হয়ে। পরে পরে সরকারী মতে গত সাত-আট বছরে সে দেশে সব মিলিয়ে অন্ততঃ

	হাজার চারেক লোক ক্যানসার হয়ে মারা গেছে। মেঘ, তোমাদের সময়ে পরমাণু বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় না?
মেঘ	হয়, তবে শহর-গ্রামে ঘরে-রাস্তায় বা কলে-কারখানায় কোথাও হয় না- আইন আছে। ২০৩০ সাল থেকে আস্তে আস্তে প্রায় সব দেশই তাদের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য বায়ু, সৌর আর জলবিদ্যুতের এতো বাড়বাড়ন্ত না হলে কী হতো বলা মুশকিল।
বাবা	তাহলে তোমরা কোথায় পরমাণু বিদ্যুৎ ব্যবহার করো?
মেঘ	মূলতঃ মহাকাশ গবেষণায়- মহাকাশযানগুলিতে। ডিপ স্পেস প্রোব যেগুলি সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে যায়, তারা তো আর যথেষ্ট সোলার পাওয়ার পায় না। তাতে ওই ছোটো ছোটো নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটর থাকে। তাতেই তারা অনেকদিন চালিয়ে দেয়।
	(একটানা বিপ-বিপ শব্দ, ইলেকট্রনিক সুইচের শব্দ)
মেঘ	কাকু, আমার সময় প্রায় শেষ হয়ে এলো।
বাবা	তুমি যে কাজটা নিয়ে এসেছিলে সেটা ঠিকমতো হলো কি?
মেঘ	হ্যাঁ, খুব ভালো ভাবেই হয়েছে। আমার প্রজেক্ট ছিলো, তোমাদের সময়ে গড়পড়তা গেরস্ত ঘরে জ্বালানি ব্যবহারের রকম, আর জ্বালানি সংকট বিষয়ে সচেতনতা। সেটা আমার খুব ভালোভাবেই হয়েছে। আমি এবার একটু ডেটা যা পেলাম, সেটা ট্যাবে ঢুকিয়ে নিই। একটু ঘুমিয়েও নিই।
মা	বেশ তো। চলো, তোমার শোবার ঘর দেখিয়ে দিই।
	(দৃশ্য ৩ সকাল পাখির ডাক, সাইকেলের ঘন্টি, মানুষজনের কথাবার্তার শব্দ, ফেরিওয়ালার ডাক)
মেঘ	এবার আমার যাবার সময় হলো। আর কুড়ি মিনিট বাকি। অনেক কিছু জানলাম তোমাদের কাছে থেকে।
মা	আমরা শিখলাম আরো বেশি।
বাবা	হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। জ্বালানি বাঁচানো জরুরি তো বটেই, কিন্তু সেটা সত্যি করে করতে গেলে নিজেদের কতোটা ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়, সেটাই শেখার।
মা	সত্যি বলতে, শুধু যে সৌরবিদ্যুত, জলবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুতের মতো কিছু বিকল্প শক্তি বেশি বেশি করে ব্যবহার করা দরকার তা-ই নয়, প্রচলিত শক্তি যা ব্যবহার করা হবে, তারও ব্যবহার বুঝে শুনে করতে হবে।
সোনা	হ্যাঁ, যেমন উন্নত পাওয়ার সেভার যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে, যাতে শক্তি কম খরচ হয়।
মা	তবে সবচেয়ে বেশি বোধহয় দরকার নিজেদের মানসিকতা আর আচরণ পালটানো, আর আরও সচেতন হওয়া- অপচয় বন্ধ করা-
বাবা	হ্যাঁ, তোমরা সবাই লাইট-ফ্যানের সুইচ ঠিকমতো বন্ধ কোরো তাহলেই হবে
মা	আর তুমিও বেরোতে গেলেই বাইকের বদলে সাইকেলটাই নিয়ো
বাবা	আর গাড়িটা কম চালিয়ে বাসে বেশি যেয়ো
সোনা	আচ্ছা আচ্ছা, বাবা, হয়েছে। থামো তো দুজনে এবার।

বাবা	কিন্তু আরো একটা যে বিষয়, সেটা সরকারের চাপাচাপি ছাড়া হওয়া মুশকিল-
মেঘ	কোনটা কাকু?
বাবা	ওই যে, রেশন করে পারমিট করে তেল-গ্যাস দেওয়া।
মেঘ	সেটা ঠিক।
বাবা	তা ছাড়া ওই ভাবে ইকো-ফ্রেন্ডলি পাওয়ার সেভার বাড়ি বানানো, ওই রকম কন্ডোমিনিয়াম গড়ে শক্তির চাহিদা কমানো, সে অনুযায়ী শহরের প্ল্যান করা এসব তো আমরা আলাদা আলাদা করে চাইলেও হবে না।
মেঘ	কাকু, সারা পৃথিবীতে এর মধ্যেই এই কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও হবে। প্রথমে নানা কোম্পানিই নিজেদের দরকারে এমনি টাউনশিপ বানাচ্ছে। পরে সরকারকেও এই পথেই যেতে হবে। তবে তার এখনও দেরি আছে। আমাদের সময়েও এই কাজ পুরো হয় নি।
	(একটানা বিপ-বিপ শব্দ, ইলেকট্রনিক সুইচের শব্দ)
মেঘ	আর পাঁচ মিনিট। কাকু, কাকিমা, সোনা, মণি- এবার যেতে হবে। তোমাদের মনে থাকবে, খুব আনন্দে কাটালাম তোমাদের কাছে।
মা	আমরাও ভারি আনন্দ পেলাম। মেঘ, তুমি কি আর আসতে পারবে না?
মেঘ	শিক্ষা দপ্তরের স্পেশ্যাল পারমিট পেয়ে এবারে আমি এসেছিলাম। সময় যাত্রায় ভীষণ কড়াকড়ি থাকে; সবাইকে সব সময়ে পারমিট দেওয়া হয় না। তবে আবার যদি অন্য কোনো অ্যাসাইনমেন্টে আসি, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আসবো। চলি, টা টা।
বাবা, মা, সোনা, মণি একসঙ্গে	এসো বাবা। আবার এসো। টা টা মেঘ। বাই, মেঘদাদা।
	(পিঁ-পিঁ, টক-টক, শোঁ-শোঁ পাঁচমিশেলি শব্দ, প্রথমে জোরে আরম্ভ হয়ে আস্তে আস্তে ফেড আউট করে যাবে।)
	অরূপ সেনগুপ্ত